যবিপ্রবি : নতুন দিগন্তের অভিযাত্রী

সংবাদ : যশোর অফিস | ঢাকা , বুধবার, ১৭ মার্চ ২০২১

মাত্র এক যুগে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নন্দিত স্থান করে নিয়েছে। যশোর শহর থেকে ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে যশোর-চৌগাছা সড়কের পাশে নিভৃত পল্লীতে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত। ২০০৭ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টির অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৯ সালে। বিশ^বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুস সাত্তারের হাতে যে স্বপ্নের বীজ রোপিত হয় তার সফল পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটে বিশ^বিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য বিশিষ্ট অণুজীববিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনের হাতে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো- ২০১৯ সালের শুরুতেই সেশনজট শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়। শিক্ষার্থীদের প্রত্যেক সেশনের ক্লাস শুরুর আগে সারা বছরের মুদ্রিত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রদান করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেক সেমিস্টার শুরুর আগেই ক্লাস শুরু এবং শেষ, পরীক্ষার অনুষ্ঠান এবং ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ জানতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্কোপাস ডেটা বেইস অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশে গবেষণা প্রবৃদ্ধির (৪২ শতাংশ) ক্ষেত্রে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থান অর্জন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ^বিদ্যালয় কর্তৃক ২০২০ সালে প্রস্তুতকৃত বিশ্বের সর্বাধিক উদ্ধৃত গবেষকের মধ্যে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন তরুণ শিক্ষক স্থান পেয়েছেন, যা বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০২০ সালে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটলে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টার বাংলাদেশের প্রথম বিশ^বিদ্যালয় হিসেবে করোনাভাইরাস পরীক্ষা শুরু করে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এটা নিয়মিত দায়িত্বের অংশ না হলেও দেশমাতৃকার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়টি এই মানবিক বিপর্যয়ে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে।

বাইরের ল্যাবের সাহায্য ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ল্যাবে করোনাভাইরাসের জিনোম জীবন রহস্য উন্মোচন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এটা ছিল বাংলাদেশে প্রথম। মুজিববর্ষে আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে ন্যূনতম ৩০ ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর অর্জনকারী শিক্ষক বা গবেষণা দলকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত হলে পাঁচজন শিক্ষক বা গবেষণা দল এ পুরস্কারের জন্য আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করে। এ সম্মননা দেয়ার ঘোষণা যখন আসে, তখন দেশের অনেক প্রথিতযশা গবেষকও এক বছরে ৩০ ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর অর্জন অসম্ভব বলে মন্তব্য করেন। যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণ করা হয়েছে দেশের বৃহত্তম হ্যাচারি-কাম-ওয়েটল্যাব। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শেখ রাসেল জিমনেসিয়াম এ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

মীরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামের পরেই এর অবস্থান। তবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় অনেক ক্ষেত্রে ওই ইনডোর স্টেডিয়ামকেও ছাড়িয়ে যায়। ‘বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ^বিদ্যালয়

অ্যাথলোটিক চ্যাম্পিয়নশিপে ২০১৯' যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে।

দেশের অন্যতম বৃহৎ এবং অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত টিএসসি নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে। ২০১৮ সাল থেকে প্রতি বছর জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ৪০০০ রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেয়ার লক্ষ্যে ফ্রি হেলথ ক্যাম্প পরিচালনা করা হচ্ছে। এ হেলথ ক্যাম্পে ঢাকাসহ সারাদেশের অর্ধ-শতাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিসক রোগী দেখেন। রোগীদের ওষুধ ও প্রয়োজনীয় টেস্টও বিনামূলে করা হয়।

বিশ^বিদ্যালয়ের ডা. এমআর খান মেডিকেল সেন্টারে বিশ্বমানের প্যাথলজি সেন্টার খোলা হচ্ছে, যেখানে সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতি পালনের অংশ হিসেবে বিশ^বিদ্যালয়ের পাশর্^বর্তী অঞ্চলের মানুষদের কেনা মাত্র মূল্যে বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল সেবা প্রদান করা হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার জন্য অনলাইনে আবেদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিঠি ও ক্ষুদেবার্তা প্রেরণের পাশাপাশি উপযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণাপত্রকে প্লেইজারিজমমুক্ত করা জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে বিনামূল্যে টার্নিটিন সফটওয়্যারের আইডি সরবরাহ করা হয়েছে, বিশ^বিদ্যালয়ে র‌্যাগিং বন্ধ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো বিশ্বমানের অত্যাধুনিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এরমধ্যে জিনোম সেন্টার, ইউটিএম ল্যাব, অ্যানালিটিক্যাল উল্লেখ্যযোগ্য। বিশ^বিদ্যালয়ে নতুন বিষয় খোলার ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করা হয়নি। বরং সময় ও জাতির চাহিদা নিরূপণ করেই যুগোপযোগী নতুন বিষয় খোলা হয়েছে।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণরূপে আবাসিক বিশ^বিদ্যালয়ে রূপান্তরের লক্ষ্যে বীর প্রতীক তারামান বিবি হল এবং মুনশি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ হল নামে দুটি ১০ তলা হল নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ক্লাস, পরীক্ষা ও গবেষণা কাজকে আরও গতিশীল করার জন্য যথেষ্ট অ্যাকাডেমিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দশতলা জগদীশচন্দ্র বসু অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে।

করোনাকালে অনলাইনে ক্লাস পরিচালনার জন্য বিশ^বিদ্যালয়ের নিজের সার্ভারে নিজস্ব অনলাইন লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৫ একরের এই বিশ^বিদ্যালয়ের জন্য আরও ৬৫ একর ভূমি অধিগ্রহণসহ মেগা প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়েছে। চলমান প্রকল্প শেষ হলেই মেগা প্রজেক্ট পেশ করা হবে।

যবিপ্রবি এগিয়ে যাবে শিক্ষা ও গবেষণায় আর অবদান রাখবে দেশ গড়ার আন্দোলনে। বিশ^বিদ্যালয়টিতে এ পর্যন্ত ২৬টি বিভাগ খোলা হয়েছে। বিশ^ায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে ইংরেজি এবং ব্যবসায় শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অধীনে চারটি বিষয় খোলা হয়েছে। ২০১৭ সালের ১৯ মে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনের যোগদানের পর থেকে দ্রুত বদলাতে থাকে দৃশ্যপট।